ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

প্রেমিক নিয়ে মালাইকার ৪৮ ঘন্টা!

পৃঃ ৫

৬১৮তম উইকেট পেলেই অবসরের ঘোষণা দেবেন অশ্বিন!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৩৩ ● কলকাতা ● ০৯ ভাদ্র, ১৪৩১ ● সোমবার ● ২৬ আগস্ট, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

৩ কোটি ৬৪ লক্ষ ফেরত চাই,

তবেই মিলবে ১০০ দিনের বকেয়া, বার্তা কেন্দ্রের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দেশে বিজেপি ও বিরোধী শাসিত একাধিক রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা অপব্যবহার হয়েছে। খোদ মনরেগার অডিটেই উঠে এসেছে এই তথ্য। অথচ, টাকা বন্ধ করা হয়েছে শুধুমাত্র বাংলার ক্ষেত্রে। ২০২২ সালের মার্চ মাসের পর থেকে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র।কেন্দ্র চাইছিল, দেশের রাজ্যগুলি দিল্লিমুখী নির্ভরশীতলা নিয়ে টিকে থাকুক। তাতে রাজ্যগুলির প্রশাসন ও শাসন দুইই কেন্দ্রের শাসক দলের হাতের মুঠোয় থাকবে। যখন খুশি, যেমন খুশি, নির্দেশ দিয়ে দেওয়া যাবে রাজ্যগুলিকে। বিরোধী দল শাসিত রাজ্যগুলিকে টুঁটি চেপে ধরা যাবে। কিন্তু মমতাই দেশের মধ্যে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যিনি নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে বাঘিনীর মতো লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন ও যাচ্ছেন। তিনি শুধু যে লড়াই চালাচ্ছেন তাই নয়, কার্যত রাস্তাও দেখাচ্ছেন। বাংলাকে কেন্দ্রের নির্ভরতায় না রেখে তিনি একের পর এক প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যত সাবলম্বী করে তুলেছেন ও তুলছেন। আর সেখানেই বেকায়দায় পড়ছে মোদি সরকার। তাঁদের শুধু জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে মুখ পুড়ছে তাই নয়, জমিও হারাতে হচ্ছে। কেননা মমতার দেখানো পথে একাধিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে হাঁটা দিচ্ছে দেশের একের পর এক রাজ্য। ফলে দেশের সব রাজ্যগুলিকে হাতের মুঠোয় রাখার যে ফন্দি মোদি সরকার নিয়েছিল তা মাঠে মারা যাচ্ছে। আর তাই সময় থাকতে থাকতেই এখন বাংলার সঙ্গে বিবাদ মেটাতে চাইছে কেন্দ্র। নিজেদের স্বার্থেই। আর তাই এসেছে চিঠি।সেই বকেয়া টাকার পরিমাণ ৫,৫৫৩ কোটি টাকা। এবার সেই টাকা ছাড়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার নয়া শর্ত আরোপ করে চিঠি পাঠালো রাজ্যকে। সেই চিঠি পাঠিয়েছে কেন্দ্রের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। নবান্ন সূত্রে খবর, চিঠিতে বলা হয়েছে, ১০০ দিনের কাজের

এরপর ৩ পাতায়

নারী নির্যাতন অপরাধের আরো কঠিন আইন হবে

বলে আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : মহারাষ্ট্রের বদলাপুর কিংবা অসম এমনকি আর জি কর হাসপাতালের ঘটনা নানা প্রান্তে খুন, ধর্ষণ এবং যৌন হেনস্থার ঘটনা ঘটছে। রবিবার নারী নির্যাতনকারীদের জন্য কঠোর আইন প্রণয়নের আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্প্রতি এই একই দাবি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুন হওয়ার তদন্তের ভার পড়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই এর হাতে। আরজিকোর কান্ডের ঘটনার পরেই তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অপরাধীদের দ্রুত শাস্তির দাবি করেছেন। তিনি বলেছিলেন প্রয়োজনে এনকাউন্টার করা যেতে পারে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এও বলেন কেন্দ্র এমন যদি কোন আইন আনে তাহলে তা তৃণমূল সহ সব দলের সমর্থন করা উচিত। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের পর কঠোর আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লেখেন। রবিবার মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন মহিলাদের ওপর যাতে কেউ অপরাধ সংগঠিত করতে না পারে সেই জন্য আইন আরো কঠিন ও শক্তিশালী করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন মহিলাদের ন্যায় বিচার দেওয়ার লক্ষ্যেই ভারতীয় ন্যায় সংহিতা লাগু করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ে লাখপতি দিদি প্রকল্পের উপভোক্তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কথা বলছিলেন। এখানেই তিনি বলেন এফ আই আর দায়ের করতে না পারার অভিযোগ আগে আসতো। যে কারণে বেশ কিছু সংশোধন করে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা চালু করা হয়েছে। মহিলাদের সঙ্গে সংঘটিত অপরাধ দমনে কেন্দ্রীয় সরকার সব রকম সমস্ত রাজ্য সরকারের পাশে থাকবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের এক লক্ষ টাকা করে লোন দেবার প্রকল্প কেন্দ্র চালু করেছে। ২.৩৫ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ২৫.৮ লক্ষ মহিলাকে এদিন এই প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হয়। এদিন পাঁচ হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক লোন দেওয়া হল। মহারাষ্ট্রের স্কুল পড়ুয়াদের যৌন নির্যাতন এবং অসমে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। লাখপতি দিদি সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছেন থানায় যদি কোন মহিলা যেতে না পারেন সে ক্ষেত্রে ই এফ আই আর দায়ের করা যেতে পারে, এই এফ আই আর কেউ নষ্ট করতে পারবে না।

শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর কেন প্রচলিত

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : পঞ্চাশ হাজার বছর আগের কথা। তখনকার সময়কে বলা হতো দ্বাপর যুগ। অসুর রাজারা ছিলো খুবই অত্যাচারী। তাদের অত্যাচারে সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দিন দিন অসুরদের অত্যাচার এতই বেশী হয়ে উঠে যে দেবদেবীগণ ক্ষীর সমুদ্র তীরে গিয়ে ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করতে লাগে। তাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে শুধুমাত্র ব্রহ্মাকে অবগতির জন্য দৈববাণীতে বলে, "হে ব্রহ্মা, আমি খুব তাড়াতাড়ি যদুবংশীয় রাজাদের রাজধানী মুথরা রাজা সুরসেনের পুত্র বসুদেবের সন্তান রূপে দেবকীর অষ্টম গর্ভে আবির্ভূত হবো। ধরিত্রী দেবসহ তোমরা আমার নির্দেশ অনুসারে দ্বারকা, মথুরা এবং ব্রজের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে জন্মগ্রহণ করবে।" ব্রহ্মা বাণী শুনে অন্যান্য সকলকে জানিয়ে দিলে এবং সকলে যথাস্থানে ফিরে গেলো। তখন উগ্রসেন নামে মথুরার এক রাজা ছিলো। রাজা ছিলো প্রচন্ড রকমের ধার্মিক। কিন্তু রাজা ধার্মিক থাকলে কি হবে, তার ছেলে কংস ছিল খুবই অত্যাচারী। কংসের অত্যাচারের মাত্রা এতটাই বেশী ছিল যে নিজের পিতা উগ্রসেনকেও সিংহাসনচ্যুত করে কারাবন্ধী করে নিজেই মথুরায় রাজত্ব করতো। আবার এই কংসই আরাধনা করে বর লাভ করেছিল, তার বোন দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান ছাড়া অন্য কোন ভাবে তার মৃত্যু হবে না। আর এ জন্যই কংসের অত্যাচারের মাত্রাটাও এত বেশী ছিল। সময় সুযোগ মতো দেবকীর বিবাহ হয় বসুদেবের সঙ্গে। বর কণেকে রথের উপর বসানো হয়েছে এবং রথের সারথী হচ্ছে কংস। রথ চলছে এমন সময় হঠাৎ করে সেই দৈববাণীটি কংসের কানে বেজে উঠলো, "ওরে নির্বোধ যাকে তুমি রথে করে নিয়ে যাচ্ছো তার গর্ভের অষ্টম সন্তান তোমার প্রাণ হরণ করবে।" দৈববাণী শুনে কংস সঙ্গে সঙ্গে খড়্গ হাতে দেবকীকে হত্যা

এরপর ২ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবিতা সংকলন

দ্বীপ প্রসাদ

সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ

Phone : 9163761670 /9564382031

কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন

অনুগল্প ও গল্পের জন্য ফোনে কথা বলে নেবেন নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

শিশু কিশোর আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)

আগামী ২৪ ও ২৫ আগস্ট '২৪ হাওড়া, উঃ ২৪ পরগনা, দঃ ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং কলকাতার ছোটোদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

২৪ এবং ২৫ আগস্ট প্রেসিডেন্সি বিভাগের উল্লিখিত জেলাগুলির জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার সময়সহ বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতি ক্ষেত্রে শনি, রবি ও অন্য ছুটির দিন বাদে) কলকাতায় শিশু কিশোর আকাদেমির কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। **আবেদনের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট ২০২৪।**

প্রতিযোগিতার বিষয়: 'ক' বিভাগ (৫ থেকে ১০+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি। 'খ' বিভাগ (১১ থেকে ১৬+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। এই প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হবে। এবং এই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই আসন্ন 'পঞ্চদশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব'-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বিঃ দ্রঃ- আসন্ন রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে দলগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য (গান, নাচ, আবৃত্তি, বৃন্দবাদন ইত্যাদি) এবং একক যন্ত্রবাদন, মূকাভিনয়, ম্যাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের জন্য পেন ড্রাইভ/ডিভিডিসহ (অফেরতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে হবে। দলগত অনুষ্ঠানে দলের লেটারহেডেএবং অন্যান্য একক অনুষ্ঠানের জন্য সাদা কাগজে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নামে চিঠি জমা দিতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই পেন ড্রাইভ/ডিভিডি (অফেরতযোগ্য) দপ্তরে জমা দিতে হবে।

প্রতিযোগিতার স্থান: উত্তীর্ণ, আলিপুর। সময়: ২৪ আগস্ট সকাল ১০ টা থেকে 'ক' বিভাগ এবং ২৫ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে 'খ' বিভাগ

শিশু কিশোর আকাদেমি। উত্তীর্ণ, দ্বিতীয় তল। ১এ, রিফর্মেটরি স্ট্রিট, আলিপুর, কলকাতা:২৭ফোন: ০৩৩ ২২২৩ ৬২১০ ই-মেল: skakademi@gmail.com

সন্দীপ ঘোষ সহ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরো বেশ কিছু

বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দেবাশীষ সোমের বাড়িতে ঘন্টার পর ঘন্টা তল্লাশি চালায় সিবিআই আধিকারিকরা। দেবাশীষবাবুর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সিবিআই আধিকারিকদের হাতে এসেছে কিনা তা অবশ্য এখনো জানা

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর কেন প্রচলিত

করার জন্য উদ্যোত হলো। এ দেখে বসুদেব কংসকে অনেক সবিনয় অনুরোধ করে রাজী করালো এই বলে যে , তাদের সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরই কংসের হাতে সোপর্দ করা হবে। একথা শুনে কংস শান্ত হলো ঠিকই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে নিক্ষেপ করলো।

মাঝখানে কেটে গেল অনেক বছর। একে একে জন্ম নিলো ছয়টি সন্তান। সন্তান জন্ম নেওয়ার পর পরই কংস আসে এবং বসুদেব পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো নিজেদের সন্তানকে কংসের হাতে তুলে দেয়। আর কংস সঙ্গে সঙ্গে পাথরের সাথে আছাড় দিয়ে সন্তানটিকে মেরে ফেলে। সপ্তম গর্ভের সন্তান যখন বলদেব অধিষ্ঠিত হয়েছিলো তখণ ভগবানের নির্দেশে যোগমায়া দেবী দেবকীর গর্ভ হতে তাকে স্থানান্তরিত করে নন্দালয়ে রোহিনীর গর্ভে স্থাপন করে এবং প্রচার করা হয় দেবকীর গর্ভপাত হয়েছে।

এবার অষ্টম গর্ভের সন্তান অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মগ্রহণ করার পালা। কারাগারের বাইরে পূর্বের চেয়ে কংস এবারও আরও বেশী পাহারার ব্যবস্থা করলো। মাস ছিলো ভাদ্র, তিথি ছিলো অষ্টমী এবং রজনী ছিলো ভীষণ দুর্যোগময়। প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে প্রকৃতি ধারণ করে এক অন্যরকম মূর্তি, বিদ্যুৎ উচ্ছ্বলিত ঠিক এমন সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হন এবং দৈববানী শোনা যায় "বসুদেব, তুমি এখনই গোকুলে যেয়ে নন্দের স্ত্রী যশোদার পাশে তোমার ছেলেটিকে রেখে এসো এবং এই মুহূর্তে তার যে কন্যা শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছে তাকে এনে দেবকীর কোলে শুয়ে দাও। আমার মায়ায় পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এখন গভীর ঘুমে অচেতন, যার ফলে কেউ কিছুই জানতে পাবে না।" সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে নিয়ে বসুদেব ছুটতে লাগলো নন্দের বাড়ীর দিকে। পথে যমুনা নদী। বর্ষাকাল তাই যমুনা কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিলো। তখন বসুদেবের নিরুপায় মনে হলো। হঠাৎ করে বসুদেব দেখলো যমুনার জল শুকিয়ে গিয়েছে এবং একটা শৃগাল যমুনা নদী পার হয়ে যাচ্ছে। বসুদেব তখন ঐ রূপধারী শৃগালকে পথ প্রদর্শক মনে করে তার পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলো। এমন সময় প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। বসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য নাগরাজ তার বিশাল ফণা বিস্তার করলো তাদের মাথার উপরে। কিছু সময়ের মধ্যে বসুদেব তার ছেলেকে যশোদার কোলে রেখে যশোদার কন্যা যোগমায়াকে নিয়ে কংসের কারাগারে ফিরে এল।সকাল বেলা কংস খবর পেল দেবকীর অষ্টম সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কারাগারে চলে এসে দেবকীর কোল থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে একই ভাবে পাথরের উপরে আঁছাড় মারতেই মেয়েটি শূন্যে উঠে যেয়েই যোগমায়া মূর্তি ধারণ করে। মহাশূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার পূর্বে কংসকে বলে গেলো, "তোমাকে বধিবে যে গোকূলে বেড়েছে সে"।এই কথা শুনে কংস মথুরার সকল শিশুকে মারার পরিকল্পনা করে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি।কংস শ্রীকৃষ্ণকে মারার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়।অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন দেবকি ও বাসুদেব এর সন্তান এবং হিন্দু ধর্মাম্বলীরা তার জন্মদিন জন্মাষ্টমী হিসেবে পালন করে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় চারিদিকে অরাজকতা, নিপীড়ন, অত্যাচার চরম পর্যায়ে ছিল। সেই সময় মানুষের স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। সর্বত্র ছিল অশুভ শক্তির বিস্তার।

শ্রীকৃষ্ণের মামা কংস ছিলেন তার জীবনের শত্রু। মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সাথে সাথে সেই রাতে তার বাবা বাসুদেব তাঁকে যমুনা নদী পার করে গোকুলে পালক মাতা পিতা যশোদা ও নন্দর কাছে রেখে আসেন।

জন্মাষ্টমী কীভাবে পালন করা হয়:-

হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিশেষত বৈষ্ণবদের কাছে জন্মাষ্টমী একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই উৎসব নানা ভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। যেমন - ভগবত পুরাণ অনুযায়ী নৃত্য, নাটক যাকে বলা হয় রাসলীলা বা কৃষ্ণ লীলা, মধ্যরাত্রি তে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের মুহূর্তে ধর্মীয় গীত গাওয়া, উপবাস, দহি হান্ডি প্রভৃতি। রাসলীলা তে মূলত শ্রীকৃষ্ণের ছোটবেলার বিভিন্ন ঘটনা দেখানো হয়।

অন্যদিকে দহি হান্ডি প্রথায় অনেক উঁচুতে মাখনের হাড়ি রাখা হয় এবং অনেক ছেলে মিলে মানুষের পিরামিড তৈরি করে সেই হাড়ি ভাঙ্গার চেষ্টা করে। তামিলনাড়ুতে এ প্রথা উড়িয়াদি নামে পরিচিত।

এই দিন মানুষ কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করার জন্য অভুক্ত থাকে, ধর্মীয় গান গায় এবং উপবাস পালন করে।শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তিথিতে মধ্যরাতে তার ছোট ছোট মূর্তি কে স্নান করিয়ে কাপড় দিয়ে মোছা হয় এবং দোলনায় সাজানো হয়। তারপর উপাসক মন্ডলী নিজেদের মধ্যে খাদ্য ও মিষ্টান্ন বিনিময় করে উপবাস ভঙ্গ করে। মহিলারা বাড়ির বিভিন্ন দরজার বাইরে, রান্নাঘরে শ্রী কৃষ্ণের পদচিহ্ন এঁকে দেন যা শ্রীকৃষ্ণের যাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গণধর্ষণ-খুনের শিকার বধূ! বিষ্ণুপুরের জঙ্গল উদ্ধার অর্ধনগ্ন দেহ

বাঁকুড়াঃ নিউজ সারাদিন : জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়ে নারকীয় ঘটনার বলি বাঁকুড়ার এক গৃহবধূ। তাঁকে গণধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। শনিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন বিষ্ণুপুরে ওই মহিলা। রবিবার সকালে জঙ্গল থেকে তাঁর অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর স্বামীর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে এই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।অন্যদিকে, বাঁকুড়ার আরেক জায়গা সিমলাপালে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশে দায়ের হওয়া অভিযোগ, ওন্দা থানা এলাকার পিসির বাড়িতে যাওয়ার পথে রাস্তা থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়। অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে পুলিশ। শনিবার নাটাইগুড়ি গ্রামে নিজেদের বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় ৪ জনকে। অভিযুক্ত অবিনাশ সোরেন, সুবীর মুর্মু, সুশান্ত হাঁসদা, লক্ষ্মীকান্ত হাঁসদাকে ২ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুরের বাঁকাদহ চাঁচর গ্রামের বাসিন্দা ওই মহিলা। শনিবার জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়েছিলেন। তার আর বাড়ি ফেরেননি। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর তাঁর স্বামী মন্টু সর্দার বিষ্ণুপুর থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। এর পর সকালে পুলিশ খুঁজতে গিয়ে জঙ্গলের ভিতর থেকেই মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, তাঁকে গণধর্ষণের পর খুন করে জঙ্গলে ফেলে রাখা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দেহটি উদ্ধার করে বাঁকুড়া জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নতদন্তের জন্য।। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটাল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের মহিলাদের মধ্যে।চাঁচর গ্রামের মহিলারা অনেকেই আয়ের জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। জঙ্গল থেকে কাঠ কিংবা অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করেই তাঁদের দিন চলে। ফলে রোজ জঙ্গলযাত্রা প্রায় বাধ্যতামূলক। ভারতী ভুঁইঞা নামে এক মহিলা জানাচ্ছেন, "আমাদের তো জঙ্গলে না গেলে হয় না। কখনও একা যাই, কখনও দু-তিনজন মিলে যাওয়া হয়। কিন্তু এই ঘটনার পর তো আমাদের মনে ভয় ঢুকে গিয়েছে।" একই বক্তব্য আরও

এরপর ৩ পাতায়

তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবিতে

পদযাত্রা করলেন শিক্ষক সমাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুরে রবিবার তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবিতে পদযাত্রা করলেন শিক্ষক সমাজ । এদিন হরিরামপুর ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবিতে পথে নামলেন।এদিন এই শিক্ষকদের পদযাত্রা সারা হরিরামপুর পরিক্রমা করে পরিশেষে হরিরামপুর চৌপথি এসে শেষ হয়। সেখানে প্রতিটি শিক্ষক ও শিক্ষিকা ত্রিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবি জানিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন । এদিনের এই পদযাত্রাকে ঘিরে কোন রকমের অপ্রীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি না হয় সেজন্য হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী হরিরামপুর চৌপথিতে মোতায়েন করা হয়।

নিখোঁজ এক বৃদ্ধ মহিলাকে

উদ্ধার করল মালদা থানার পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিখোঁজ এক বৃদ্ধ মহিলাকে উদ্ধার করল মালদা থানার পুলিশ। জানা গেছে বৃদ্ধ ঐ মহিলার নাম অষ্টমীর রবিদাস (৬৫) বাড়ি চাঁচোলের রামপুর এলাকায়। গত জুলাই মাসে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। দীর্ঘ খোঁজ করার পর না মেলায় পরিবারের লোকজনেরা ১৪জুলাই চাঁচল থানায় একটি নিখোঁজের অভিযোগ দায়র করেন। এদিকে ওই বৃদ্ধা শনিবার রাতে মালদা থানা এলাকার ভাবুক অঞ্চলের ধুমাদীঘি বাথান এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ স্থানীয়রা মালদা থানা পুলিশকে খবর দেয় এবং তড়িঘড়ি করে সেই মহিলাকে উদ্ধার করে মালদা থানায় নিয়ে আসেন। ওই বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নিখোঁজ হয়ে গেছেন জানান। তারপরে পুলিশ তদন্ত শুরু করে তদন্তে জানতে পারে সেই বৃদ্ধার বাড়ি চাঁচোল থানা এলাকায় সত্যি তিনি নিখোঁজ হয়ে আছেন। চাঁচল থানার সাথে যোগাযোগ শুরু করে মালদা থানার পুলিশ।যোগাযোগের পর জানতে পারে ওই মহিলার নামে নিখোঁজের একটি থানায় অভিযোগ জানানো আছে। তৎক্ষণাৎ পরিবারের সাথে যোগাযোগ শুরু করে।অবশেষে সেই বৃদ্ধাকে রবিবার দুপুর আনুমানিক দুটো নাগাদ মালদা থানার পুলিশ তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। অন্যদিকে বৃদ্ধার ছেলে কমল রবিদাস সে জানাই আমরা মাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি তবে না পাওয়াই চাঁচল থানায় আমরা নিখোঁজের অভিযোগ জানিয়েছিলাম। অবশেষে জানতে পারি সে মালদা থানায় আছে এবং আমি আজ আমার মাকে পেয়ে খুব খুশি, মালদা থানার পুলিশকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবারবর্গরা।

বন্যার জলে ভেসেছে ভূতনির তিনটি অঞ্চল

মানিকচক : নিউজ সারাদিন : বন্যার জলে ভেসেছে ভূতনির তিনটি অঞ্চল। বাড়িঘর ছেড়ে দিয়ে বহু পরিবার আশ্রয় নিয়েছে বাঁধের উপরে। তাদের যোগাযোগের ডরসা একমাত্র নৌকা। বহু পরিবার আশ্রয় ঘরের ছাদের উপরে। বন্যা দুর্গতদের কথা মাথায় রেখে জলবন্দি মানিকচকের ভুতনি তিনটি অঞ্চলে নৌকা করে গিয়ে শুকনো খাবার, চাল, মশারি সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বন্যাদুর্গতদের হাতে তুলে দিলেন একদল যুবক।এদিন উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবি হরিদাস রায়,সৌমেন মন্ডল,মুন্নু মন্ডল সহ আরো অনেকে।জানা গেছে,মালদা জেলা পরিষদ প্রাক্তন সভাধিপতি গৌর চন্দ্র মন্ডল এর অনুপ্রেরণায় এই ত্রাণগুলি পৌছে দেওয়া হয়। প্রতি রবিবার করে ভুতনির তিনটা অঞ্চলের খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

আকাশে দুর্যোগের মেঘ,

উপকূল তীরবর্তী এলাকায় চলছে প্রশাসনের তরফে মাইকিং

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়ার নিম্নচাপ ও ঘূর্ণবাতের জেরে রবিবার সকাল থেকে দক্ষিণবঙ্গের উপকূল তীরবর্তী এলাকাগুলিতে প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। উত্তাল সমুদ্র থাকার কারণে ইতিমধ্যে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে মৎস্যজীবীদের। মৎস্য দপ্তরে নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার পর ইতিমধ্যে গভীর সমুদ্র থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বিভিন্ন উপকূল তীরবর্তী এলাকার বন্দর গুলিতে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কয়েক হাজার মৎস্যজীবী ট্রলার।ইতিমধ্যেই দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত প্রশাসন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা একাধিক উপকূল তীরবর্তী এলাকা গুলিতে প্রশাসনের তরফ থেকে চলছে মাইকিং।

অভিন্ন পেনশন কর্মসূচি চালুর প্রস্তাবে

সম্মতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ অভিন্ন পেনশন কর্মসূচির প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। এই কর্মসূচির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(১) আশ্বাসিত পেনশন : ন্যূনতম ২৫ বছরের চাকরির পর অবসর গ্রহণের আগে শেষ ১২ মাসের গড় মূল বেতনের ৫০ শতাংশ পেনশন হিসেবে ধার্য হবে। তবে,

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

৩ কোটি ৬৪ লক্ষ ফেরত চাই, তবেই মিলবে ১০০ দিনের বকেয়া, বার্তা কেন্দ্রের

প্রকল্পে বাংলার ৪ জেলায় মোট ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল ২০২২ সালে। সেই সময় কেন্দ্র প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল বাংলায়। তাঁরা ঘুরে যাওয়ার পরে অপব্যবহার হওয়া ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই উদ্ধার করেছে রাজ্য। তবে এখনও বাকি আছে ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা। সেই টাকা উদ্ধার করলেই ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে ওই চিঠিতে জানানো হয়েছে।প্রশ্ন হচ্ছে, কেন্দ্র সরকার হঠাৎ নতুন করে ১০০ দিনের কাজের টাকা মেটানোর কথা কেন জানাতে গেল রাজ্যের সরকারকে? ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, লোকসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে এখন জাতীয় রাজনীতিতে অনেকটাই কোনঠাসা দশা হয়েছে পদ্মশিবিরের। জোড়াতাপ্পি দিয়ে একটা সরকার কেন্দ্রে তৈরি হলেও সেই সরকারের মেয়াদ ও স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় আছে সর্বস্তরেই। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ইস্যুতে বিজেপির সঙ্গে কেন্দ্রের শরিক দলগুলির মতভেদ সামনে আসতে শুরু করেছে। লোকসভা নির্বাচনে বাংলাতেও বিজেপির আসন কমেছে। পদ্মশিবিরের নেতাদের একাংশের দাবি, কেন্দ্র যেভাবে একের পর এক প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাংলাকে বঞ্চিত করে চলেছে, টাকা আটকে রাখছে, তা ভালভাবে নিচ্ছেন না আমজনতা। এদিকে বছর ২ বাদেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। সেই ভোটে বিরোধী দলের তকমা ধরে রাখতে গেলে বা ভাল ফল করতে গেলে এই জট কাটানো খুবই দরকার। সেটা দেরীতে হলেও বুঝতে পেরেছেন পদ্মের শীর্ষ নেতারাও। আর তাই ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার করার বার্তা দিয়ে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের বকেয়া মেটাতে চাইছে কেন্দ্র।এর পাশাপাশি বাংলায় বিজেপির ঘুম কেড়েছে রাজ্য সরকারের নিজস্ব 'কর্মশ্রী' প্রকল্পটিও। কেননা সেই প্রকল্পে কাজ পাচ্ছেন, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের জবকার্ড হোল্ডাররাই। মজুরি পাচ্ছেন, কেন্দ্রের প্রকল্পের হারেই। সব থেকে বড় কথা, কেন্দ্রের প্রকল্পে বছরে ১০০ দিনের কাজের কথা বলে হলেও, বাস্তবে ৩০ দিনও কাজ মিলতো না। কিন্তু রাজ্যের প্রকল্পে বছরে ৫০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ আয়ের সুযোগ বেশি রাজ্যের প্রকল্পে। ফলে আগামী দিনে যদি কেন্দ্র সরকার বাংলার জন্য ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প ফের চালুও করে তখন আদৌ সেই প্রকল্পে কাজের জন্য লোক মিলবে কিনা সন্দেহ। কেন্দ্রের অতি চালাকির জেরে এখন কেন্দ্রের প্রকল্পই রাজ্যে জমি হারাবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রের প্রকল্পের জমি দখল করতে শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের প্রকল্প। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের টাকা আটকে রাখার নীতির বিরুদ্ধে যেভাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রুখে দাঁড়িয়ে 'কর্মশ্রী' প্রকল্প চালু করার পাশাপাশি রাজ্যের প্রায় ৬০ লক্ষ জবকার্ড হোল্ডারদের বকেয়া মেটানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তা শুধু বিজেপির মুখ পোড়াচ্ছে তাই নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতার গ্রহণযোগ্যতাও বাড়িয়ে

২ পাতার পর

অভিন্ন পেনশন কর্মসূচি চালুর প্রস্তাবে সম্মতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

ন্যূনতম ১০ বছর ও তার বেশি অথচ ২৫ বছরের কম কার্যকালের মেয়াদে পেনশনের হার ধার্য হবে আনুপাতিক হারে।

(২) আশ্বাসিত পারিবারিক পেনশন : সংশ্লিষ্ট পেনশন গ্রহীতা তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে যে পেনশন ভোগ করতেন, তার ৬০ শতাংশ দেওয়া হবে পারিবারিক পেনশন হিসেবে। (৩) আশ্বাসিত ন্যূনতম পেনশন : ন্যূনতম ১০ বছর চাকরির পর অবসর গ্রহণ করলে ন্যূনতম পেনশনের হার হবে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা। (৪) মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলায় : আশ্বাসিত পেনশন, আশ্বাসিত পারিবারিক পেনশন এবং আশ্বাসিত ন্যূনতম পেনশনের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ভোক্তামূল্য সূচক অনুযায়ী মহার্ঘ ত্রাণ (ডিয়ারনেস রিলিফ) দেওয়া হবে আশ্বাসিত মূল পেনশনের সঙ্গে।

(৫) অবসর গ্রহণকালে গ্র্যাচুইটি ছাড়াও থোক অর্থের পরিমাণ : চাকরির মেয়াদকালে প্রতি ৬ মাসের হিসাব করে মোট মাসিক বেতনের (মূল বেতন + ডিএ) ১০ ভাগের ১ ভাগ থোক সহায়তা হিসেবে দেওয়া হবে। এর ফলে, আশ্বাসিত পেনশনের ক্ষেত্রে কোনরকম হ্রাস বা হেরফের হবে না।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পুরোহিতরা পে

দুর্গাপূজা প্রশিক্ষণ শিবির

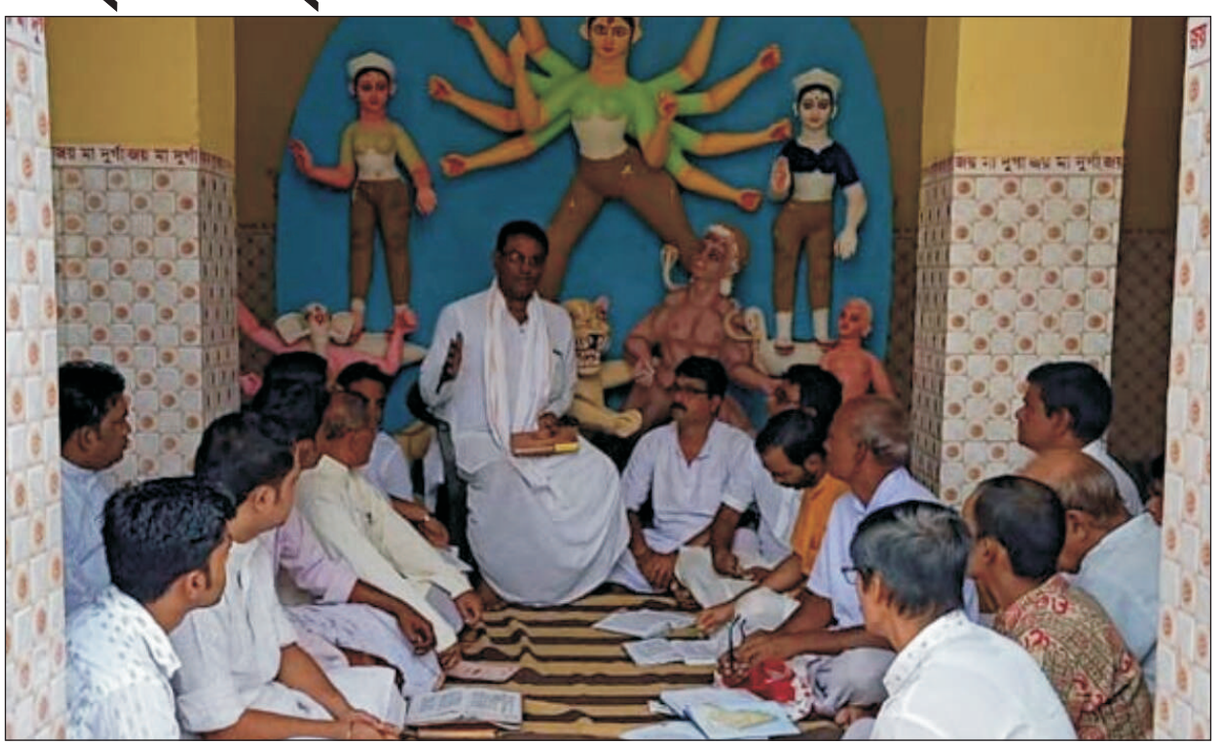

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : সামনেই বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব, ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সার্বজনীন ও ক্লাবকেন্দ্রীক পুজো গুলোর জন্য আর্থিক সহায়তার পরিমাণ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে আর এবার বীরভূমের অন্যতম সতীপীঠ লাভপুরের ফুল্লরা মন্দির প্রাঙ্গনে দুর্গাপূজা প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল আজ। প্রশিক্ষণ শিবিরটি আয়োজন করা হয়েছিল ইলামবাজারের পায়ের কানুমোহিনী চতুষ্পাটীর পক্ষ থেকে। তবে পবিত্র ভূমিতে এখনো মহতী যজ্ঞের ব্যবস্থাপনার দায়ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নেয় ঈশ্বরী ফুল্লরা সতীপীঠ পরিচালন কমিটি। প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পন্ডিত অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, বোলপুরের সাংসদ অসিত কুমার মাল এবং লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা প্রমূখ। কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বললেন,' অনেকেই পুজো করেন কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এবং পুজো প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান থাকাটা প্রয়োজন, আর সেই লক্ষ্যেই দুর্গাপূজা প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন, যা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে'.....

তবে স্বাভাবিকভাবেই আর জি কর কান্ডের আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ডাক্তারদের আন্দোলনকে কার্যত সমর্থন জানিয়ে শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বলেন,'চিকিৎসার ক্ষেত্রে যাতে কোন প্রভাব না পড়ে সেদিকে নজর দেওয়াটা প্রয়োজন। পাশাপাশি আন্দোলনের রাজনীতিকরনের তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি।

আবর্জনায় কুড়িয়ে পাওয়া বই দিয়ে

ময়লার ট্রাক ড্রাইভারের বিশাল লাইব্রেরি..

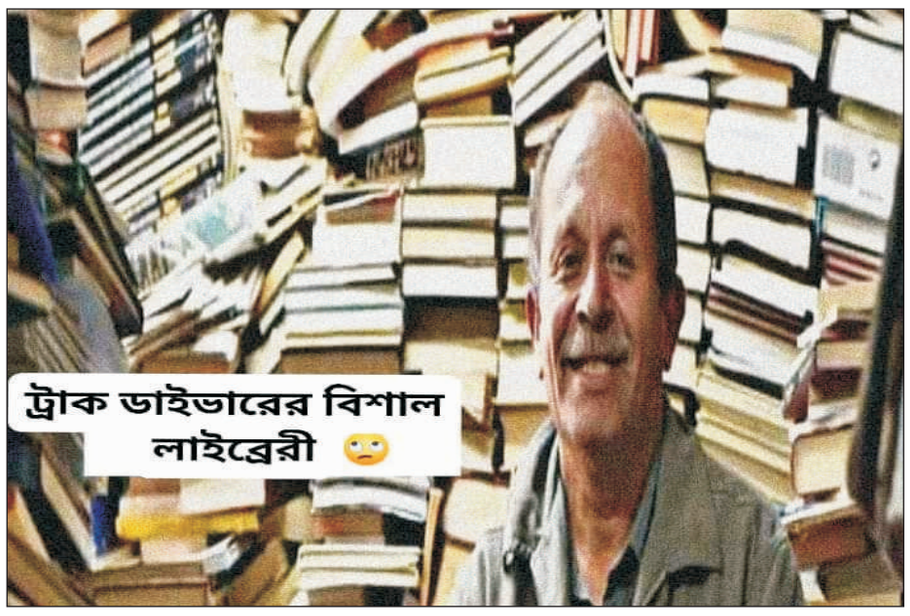

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শিক্ষিত হলেই যে কেউ শিক্ষার মর্ম বুঝবে তার কোনও মানে নেই। না হলে কেন রাস্তায় পড়ে থাকবে বই। আবার বিশাল ডিগ্রি না থেকেও কেউ হতে পারেন প্রকৃত শিক্ষিত। তেমনই একজন হোসে আলবার্তো গুটিরেজ (ঔড়ংব অষনবৎঃড় এঁঃরবৎৎবু)। ফেলে দেওয়া বই দিয়েই বানিয়ে ফেলেছেন আস্ত একটা লাইব্রেরি।

আলবার্তো গুটিরেজ পেশায় ময়লা বহনকারী ট্রাকের ড্রাইভার। রাতের বেলা কাজে বেরোতেন। কাজ করার সময় তিনি খেয়াল করলেন, আবর্জনার সঙ্গে বইও পড়ে রয়েছে। তা সংগ্রহ করেই বানিয়ে ফেলেছেন লাইব্রেরি। কলম্বিয়ার এই মানুষটির জীবনে ফোটেনি শিক্ষার আলো, আর সেই তিনিই সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে বানিয়ে ফেলেছেন ফেলে দেওয়া বইয়ের লাইব্রেরী।

লিও টলস্টয়ের আন্না কারেনিনা বইটি যখন গুটিরেজ আবর্জনার মধ্যে খুঁজে পেলেন তিনি অবাক হয়েছিলেন। এত গুরুত্বপূর্ণ বই কিনা স্থান পেয়েছে ডাস্টবিনে! ভেবেছিলেন এই বইয়ের স্থান তো এখানে নয়। গুটিরেজ নিজে ময়লাকর্মী হতে পারেন। কিন্তু, তিনি ঠিকই টলস্টয়কে জানেন। তাই তিনি বইটি সংগ্রহ করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন আবর্জনার স্তুপ থেকে খুঁজে পেয়েছেন বিশ্বের নানা ক্ল্যাসিক বই।

গুটিরেজ বইগুলো সংগ্রহ করতে থাকলেন। সেই ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু। এখনো তিনি এই কাজ করে যাচ্ছেন। অদ্ভুত হলেও সত্যি এবং আশ্চর্যের এই যে তার সংগ্রহশালায় বইয়ের সংখ্যা ছাড়িয়ে এখন দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজারে! তিনি মনে করেন উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান যা রেখে যেতে পারি তাই হল আসল শিক্ষা।

কলম্বিয়ার বোগাটায় একটি দরিদ্র অঞ্চলে থাকেন গুটিরেজ। এই এলাকার কিশোররা পড়ার সুযোগ পায় কম। অল্প বয়সে তাদের কাজের সন্ধানে নেমে পড়তে হয়। এমনই এক এলাকায় গুটিরেজ এখন শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন। তার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য ময়লাবাহী ট্রাক ড্রাইভাররা এখন বই পেলে তাকে এসে দিয়ে যান। তিনি শিক্ষা উপকরণ দিয়েছেন ২৩৫ টি স্কুল, কমিউনিটিকে। তার সংগৃহীত বইগুলো দিয়ে তিনি একটি কমিউনিটি লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন।

৫৫ বছর বয়সী গুটিরেজ গত কুড়ি বছর এই কাজ করে চলেছেন। সংগৃহিত বই তিনি দান করেন বিভিন্ন লাইব্রেরিতে। তার সংগ্রহের বইয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে ৪৫০টির বেশি লাইব্রেরি, রিডিং সেন্টার, স্কুলের পাঠকক্ষ। তিনি স্বপ্ন দেখেন একদিন তিনি গোটা কলম্বিয়াকে বই দিয়ে পরিপূর্ণ করবেন।

২ পাতার পর

গণধর্ষণ-খুনের শিকার বধূ! বিষ্ণুপুরের জঙ্গল উদ্ধার অর্ধনগ্ন দেহ

কয়েকজনের। আগে কখনও এমন ঘটেনি এই এলাকায়। কিন্তু জঙ্গলে গিয়ে এভাবে গণধর্ষণ, মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

এনিয়ে বিষ্ণুপুর এসডিপিও সুপ্রকাশ দাস বলেন, "তাঁর দেহ উদ্ধারের পর ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে বিষ্ণুপুর বিডিও সোমশংকরর মণ্ডল এসে ওই দেহের প্রাথমিক সুরতহাল করেন। তার পর দেহটি ময়নাতদন্তর জন্য বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।"

সরকার মহিলাদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য

সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: মোদী

ডাঃ সমরেন্দ্র পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক। জলগাঁও, ২৫ আগস্ট, ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ বলেছেন যে আমাদের সরকার দেশের মা ও বোনদের জীবন উন্নত করতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শ্রী মোদী এখানে লখপতি দিদি সম্মেলনে বক্তব্য রাখছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে ভারতের নারী শক্তি সর্বদা সমাজ ও জাতির ভবিষ্যত গঠনে অবদান রেখেছে। তিনি আরও বলেন, তিনি সব নারীর মধ্যে রাজমাতা জিজাবাই এবং সাবিত্রীবাই ফুলের ছাপ দেখতে পান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহারাষ্ট্রের মা-বোনেরা রাজ্যের গৌরবময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মহারাষ্ট্রের এই ঐতিহ্যগুলি কেবল ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে তাদের চিহ্ন তৈরি করেছে।

মিঃ মোদী ২,৫০০ কোটি টাকার একটি তহবিল প্রকাশ করেছেন, যা ৪.৩ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রায় ৪৮ লক্ষ সদস্যকে উপকৃত করবে। তিনি ৫,০০০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণও বিতরণ করেছেন, যা ২.৩৫ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ২৫.৮ লক্ষ সদস্যকে উপকৃত করবে। এল.এস.

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৩৩ সংখ্যা ২৬ আগস্ট, ২০২৪ সোমবার ০৯ ভাদ্র, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

সন্দীপ ঘোষের আমলে আরজি করে ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে

সন্দীপ ঘোষের আমলে আরজি করে ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। আগেই এই অভিযোগ এনেছিলেন প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। চিকিৎসকের ধর্ষণ, খুনের ঘটনার পর এক এক করে ফাঁস হচ্ছে সন্দীপের সব 'কীর্তি'! এবার যেমন প্রাক্তন অধ্যক্ষের 'কেচ্ছা' ফাঁস করলেন আরজি করের মর্গের প্রাক্তন ক্লার্ক।এখানেই না থেমে তারক বলেন, সন্তোষ মল্লিক নামে মর্গের একজন কর্মী ছিলেন সন্দীপের 'চ্যালা'। মর্গে যেখানে মৃতের আত্মীয়স্বজনরা বসে, সেই জায়গাটাকেও কার্যত পানশালা বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছেন তিনি। তারকের কথায়, 'মদের বোতল যেত ওর কাছ থেকে'।

উল্লেখ্য, আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ, খুনের ঘটনার পর থেকেই নজরে রয়েছেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ। এরপর শিরোনামে উঠে আসে তাঁর আমলে হওয়া দুর্নীতি। রবিবার সকালেই আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বাড়িতে হানা দিয়েছে সিবিআই। এর মাঝেই তোলপাড় করা দাবি করলেন আরজি করের মর্গের প্রাক্তন ক্লার্ক তারক।তারক চট্টোপাধ্যায়ের নামের সেই ক্লার্ক সন্দীপ অধ্যক্ষ হওয়ার আগে থেকেই আরজি করে কাজ করতেন। রিটায়ারমেন্টের পর তাঁর মেয়াদ বাড়ানো হয়। সন্দীপ জমানায় কীভাবে ওই মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালের 'ভোলবদল' হয়েছে তার সাক্ষী তারক। সম্প্রতি সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের এক নিয়ে মুখ খোলেন তিনি।

তারকের দাবি, সন্দীপের কয়েকজন ব্যক্তিগত বাউন্সার ছিল। সেই সঙ্গেই কিছুজন জুনিয়র চিকিৎসকদের নিয়ে একটি বাহিনী ছিল তাঁর। আরজি করের মর্গের প্রাক্তন ক্লার্কের কথায়, 'কাছের ছাত্রদের সন্দীপ ঘোষ মদ খাওয়াতেন। বাইরের কোনও লোক এলে হাসপাতালে থাকার জন্য গেস্ট হাউস ছিল। সেই গেস্ট হাউসকে তিনি বার বানিয়ে দিয়েছিলেন। মদ্যপানের আসর বসত। ৭-৮ জনের একটা বাহিনী ছিল। তাঁদের বলা হয়েছিল, 'আমার সঙ্গে থাকবি। পড়াশোনা দেখতে হবে না। পাশ করাটা আমি দেখে নেব'।

মাতৃ শক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(নবম পর্ব)

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুচারু ভাবে কাজটা শেষ করে তারা। রানি খুশি হন। দক্ষিণেশ্বরে মন্দির চত্বরে যাবতীয় নির্মাণকর্মের দায়িত্ব পায় তারা। কালীমন্দির, শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির থেকে শুরু করে পুকুরের ঘাট বাঁধানো, নহবতখানা তৈরি করা, পুরো জায়গাটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, সব কিছুর। আজও ওই কোম্পানির নেতাজি সুভাষ রোডের অফিসে পুরোনো ফাইল ঘাঁটলে দেখতে পাওয়া যাবে ইংরেজিতে লেখা কটা লাইন। কোম্পানি কেবল মন্দির তৈরির ব্যাপারে অনন্যতার ছাপ রেখেছিল তা নয়, নদীর তীরের জমি যাতে ধসে নদীর গর্ভে চলে না যায়, সে ব্যাপারেও দুর্দান্ত বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। 'প্রোটেকশন ওয়ার্কস এগেইনস্ট ইরোসন' এবং 'কনস্ট্রাকটিং দ্য দক্ষিণেশ্বর টেম্পল', উভয় ক্ষেত্রেই তারা 'ইউনিক ডিস্টিংশন' দেখাতে সমর্থ হয়েছিল। এই সাফল্যের কারণে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বৈঠকখানা থেকে শিয়ালদহ কর্মক্লান্ত নগরীর সেকাল- একাল

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : মহামারীর দুর্বিষহ সময়টাকে বাদ দিয়ে কেউ কি কখনো দেখেছেন যে আজকের জনকলরব মুখরিত শিয়ালদহ অঞ্চল কখনও জনবিরল হয়েছে? রাত্রির কথাই ধরুন। রাত্রে সারাদিনের কর্মক্লান্ত কলকাতা নগরী ঘুমোয়। তখনও কলকাতার পথদিয়ে লোকজন যাতায়াত করে, তবে কখনও কখনও একেবারে যায়ও না। গেলে পরে দেখা যায় রাত্রে ষ্টেশনে এসে গাড়ি থেমেছে কিংবা ভোর রাত্রে গাড়ি ছাড়বে সেইজন্যে লোকের আনাগোনা। কিন্তু তবুও হলফ করে বলা যায় যে শিয়ালদহ কখনও জনবিরল হয় না। কলকাতার ওই অঞ্চলে সদা-সর্বদাই লোকজনের আনাগোনা। অতীতে দেশ বিভাগের পরে পূর্ব বাংলা থেকে গৃহহারারা সেখানে এসে নিজেদের সংসার পেতেছিলেন। দেশ স্বাধীনতা পাওয়ার পরে ওই অঞ্চলে আর একটি ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল। সুতরাং কলকাতা শহরের ওই মহাকেন্দ্রবিন্দুতে কখনও লোকের কমতি হয়নি। আর কলকাতার যেখানে যত লোক সেখানে তত মত, সেখানেই তত ইতিহাস। তাই বছরে বছরে সেখানে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। শিয়ালদহ কলকাতার একটি ঐতিহাসিক মহামিলন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। শহর কলকাতার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হল শিয়ালদহ। সারা শহরের লোক ওই জায়গাটিতে দিনে-রাত্রে একবার না এলে যেন হাঁফ ছাড়তে পারেন না। সেখানে সব আছে, মানুষের প্রয়োজনীয় যে কোন বস্তু সেখানে পাওয়া যায়। সামনে বৃহৎ রেল ষ্টেশন। দিনরাত ধরে অগণিত লোক আসছে আর যাচ্ছে। তাঁদের পদধূলিতে ষ্টেশনের পিচকালো পিচের পথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। দেশ বিদেশের বিবিধ দ্রব্য সম্ভার সেখানে আসে। মাছ তরিতরকারী এসে পড়ে সামনের নফরবাবুর বাজারে। সে সব জিনিস মিনিটে মিনিটে কলকাতার বিভিন্ন বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলগুলি সেই সব জিনিষ-পত্তর ক্রয় করে নিজেদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয়তা মেটায়।

বর্তমানে ওই অঞ্চলটি যেমন বিখ্যাত তেমনি অতীতে একবার চলে যান। প্রাচীন কলকাতার ইতিহাস হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলুন। 'আপজনের' আঁকা পুরানো কলকাতার ম্যাপের একটি জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ুন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি? প্রাচীন কলকাতার ইতিহাসেও ওই অঞ্চলটি উল্লেখযোগ্য ছিল। তখন একটি 'বটবৃক্ষ' ঐ শিয়ালদহ ষ্টেশনেরই কোন এক জায়গায় ছিল। সেটারই ছায়া-শীতল তলায় বসে তখনকার দিনের দেশি বিদেশি বণিকেরা তামাক সেবন করতেন। বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের গ্রন্থে লেখা আছে যে 'জোব চার্নক'ও সেখানে বসে তামাক সেবন করেছিলেন। এবার ইতিহাসের বইগুলি বন্ধ করে দিয়ে নিজের কল্পনায় সেই জায়গাটিকে ঠিক করে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ুন। বেড়িয়ে পড়ুন সেই প্রাচীন বটবৃক্ষের স্মৃতি খুঁজতে। কারণ সুদূর অতীতে শিয়ালদহ অঞ্চলে কখনও কোন বটবৃক্ষ ছিল, বর্তমানে সে-কথা বিশ্বাসই হবে না। শিয়ালদহ ষ্টেশনের ঘেরাও অঞ্চলে ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজতে থাকুন সেই বটবৃক্ষের কোন শিকড়। কিংবা এক টুকরো তামাকের ছাই, যা বণিকেরা সেদিন বসে বসে মৌজ করে সেবন করতেন। কিন্তু কোথায়? কোথায় সে সব! দেখতে দেখতে আপনার চোখ আপনা থেকেই অবিশ্বাসে কালো হয়ে উঠবে। এবারে শিয়ালদহের সামনে দাঁড়িয়ে আর একবার ষ্টেশনের মাথার ঘড়ি থেকে চোখ দুটো বরাবর নামিয়ে দিন। চোখের ওপর জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করুন সেই বৃহৎ প্রাচীন বটবৃক্ষটি। যেটা অতীতে মাথা উঁচু করে সেখানে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করেছিল; কিন্তু না, কিছুতেই মনে করতে পারবেন না। আর মনে করবেন কি? কিছু চিহ্ন কি সেখানে আছে যে সেই চিহ্নটির গোড়া ধরে একটা কল্পনার ভাব আনবেন? শহর কলকাতা চিরকাল পুরোন খোলস ছেড়ে নতুন খোলস নিয়েছে কিন্তু পুরাতনের কোন চিহ্নই সে নিজের দেহে ধরে রাখে নি। শুধু ঐতিহাসিকেরা দয়া করে তাঁদের মহামূল্যবান পুস্তকে সেই সব স্মৃতি ধারণ করে আমাদের জ্ঞান পিপাসা আরও বাড়িয়েছেন। অথচ একদিন ওই বিখ্যাত বটবৃক্ষের ছায়া-শীতল তলায় বসে দেশি বিদেশি বণিকেরা বিশ্রাম করতেন, তামাক সেবন করতেন আর আড্ডা দিতেন।

শুনলে আশ্চর্য লাগে যে তখনকার দিনেও আড্ডার চল ছিল। আড্ডা যে একটা মহামিলনের মহৌষধ সে কথা বাঙালি অনেকদিন পরে বুঝতে পেরেছিল। আজকাল আড্ডা দিলে চরিত্র নষ্ট হয় না বরং দৃঢ় হয়। মানুষ সব বয়সে সর্বকালে আড্ডা দিতে ভালবাসে। সারাদিনের পরিশ্রম তারপর একটু মৌজ করে আড্ডা। কয়েক কাপ চা, কয়েকটা সিগারেট। আর কয়েকটি ইয়ার বন্ধু, তা তাঁরা এক বয়েসের হোক বা যুবক-বৃদ্ধের মিলন হোক কিংবা ছেলে-মেয়েতে হোক। আড্ডা কিন্তু আড্ডাই। সেটার কোন রকমফের নেই। নির্মল বা দূষিত হোক তবুও সেটার মূল্য আছে। আজকের যুগে আড্ডাতেই পৃথিবীর কাজ চলেছে। যুদ্ধ শুরু হচ্ছে, আবার যুদ্ধ থামছেও। আড্ডাতে যেমন বন্ধুত্বের সূত্রপাত হচ্ছে, তেমনই শত্রুর বৃদ্ধিও হচ্ছে। ইদানীং কালে স্রেফ আড্ডাতেই অনেক বড় বড় কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে। তাই আমাদের বাপ-পিতামহের সাবধানবাণীর আজকাল আর কোন মূল্য নেই। তাই আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, তখনকার দিনের কলকাতার বড় বড় মহারথীরা সেই প্রাচীন বটবৃক্ষের তলায় বসে আড্ডা দিতেন। ঘোড়া বা গাধা বা উটের পিঠে ব্যবসায়ীরা মালপত্তর রেখে সেগুলোকে ওই বটবৃক্ষের পাশে বেঁধে রাখতেন। তারপরে বিশ্রাম করে, আড্ডা সুখে তৃপ্ত হয়ে আবার যে যাঁর পথে চলে যেতেন। পুরানো কলকাতার সেই প্রধান মহামিলন ক্ষেত্রটি কবে যে লোপ পেয়েছিল তার কোন হদিস ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় না। ইতিহাসের কোথাও কোন তারিখ বা কোন খ্রীষ্টাব্দ লেখা নেই। এবং কে সেই রমণীয় স্থানটি অমন করে উচ্ছেদ করেছিলেন, তাঁরও কোন নাম ইতিহাসে লেখা নেই। তবে এ কথা হলফ করে বলা যায় যে সেখানেই সেই বটবৃক্ষটি ছিল এবং সেখানে একটি আড্ডা ঘরও ছিল তা না হলে 'বৈঠকখানা' নাম হল কেন?

অতীতে শুধু 'বৈঠকখানা বাজারের' সীমানাকেই 'বৈঠকখানা' বলা হত না। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের 'আপজনের ম্যাপ' অনুসারে 'লালবাজার' থেকে 'শিয়ালদহ' পর্যন্ত অঞ্চলটিকে 'বৈঠকখানা রোড' বলা হত। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হিকির গেজেট' থেকেও জানা যায় যে ওই বটবৃক্ষটি ও তার বিপরীত দিকে ইংরেজদের আর একটি 'ব্রেড-এণ্ড-চিজ বাংলো আড্ডা ঘর' ছিল। এবং ওই আড্ডা ঘরটি সেকালের ইংরেজদের কাছে সুপ্রসিদ্ধ ছিল এবং বিখ্যাত একটি 'ট্যাভার্ন' নামে সর্ব সাধারণের কাছে প্রসিদ্ধ ছিল। তারপরে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সেই বাংলোটি নিলামে বিক্রি করবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই বিষয়ে তখনকার দিনের সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল বলেই এই তত্ত্বটি সহজে পাওয়া যায়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, বাড়ির বৈঠকখানার মত ওই অঞ্চলটিও একদিন ইংরেজদের পুরো বৈঠকখানা ছিল। তখন ইংরেজরা 'চৌরঙ্গী'তে বাস করতেন আর 'বৈঠকখানায়' এসে আড্ডা দিতেন। সেইজন্যই এখন বৈঠকখানার সমগ্র অঞ্চলটি এমন কি শিয়ালদহর চারদিকে আড্ডা দেওয়ার মত লোকের মিছিল। দিনরাত কেবল লোক, কেবল কলরব। আড্ডা দেওয়া ছাড়া যেন কারুর আর কোন কাজ নেই। দেশবিদেশ থেকে লোক ট্রেনে করে আসছেন আর ওই পথ দিয়ে আড্ডা দিতে দিতে যাচ্ছেন। ব্যবসায়ীরা মাছ তরিতরকারী নিয়ে তারই পাশের বাজারে বসে যাচ্ছেন বিক্রি করতে আর একই সঙ্গে ভিন্ন দেশের লোকের সঙ্গে হাসি-তামাশার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। তার উপরে আছে সারা শহর কলকাতার সব লোকের আসা-যাওয়া। সবই যেন সেই প্রাচীন কলকাতার আড্ডা ঘরের স্মৃতি রক্ষার্থে। সেই বটবৃক্ষের অমর স্মৃতিকে রক্ষা করবার জন্য নিজেদের অজান্তেই যেন সেই তোড়জোড়। কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই যেন মানুষের সেই পরিত্রাহি চেষ্টা।

কিন্তু যদি প্রাচীন কলকাতার এই স্মৃতিচিহ্নগুলি ঐতিহাসিকদের পুস্তকের মত কেউ চিহ্নিত করে রাখতেন? কিন্তু কে তখন জানতেন যে একদিন এর এত মূল্য হবে? তখন কে-ই বা জানতেন যে বর্তমান সময়ের মানুষ আবার সেই স্মৃতিচিহ্নগুলোকে খুঁজবে?

সুন্দরবনে বেড়াতে আসা পর্যটকদের ক্যামেরায় বন্দি হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার

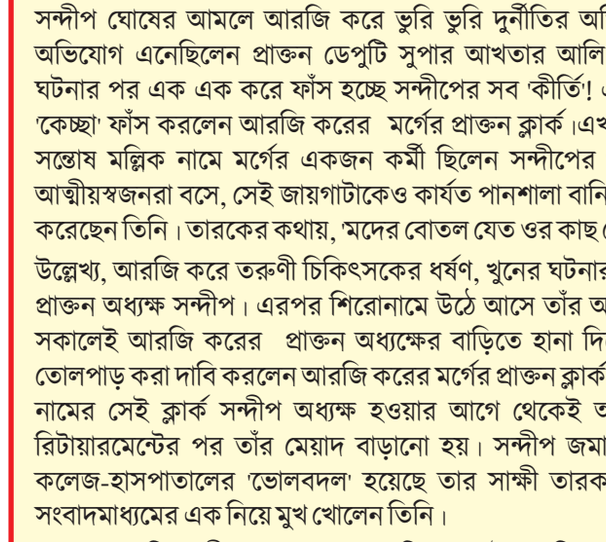

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : পর্যটকরা মূলত সুন্দরবনে বেড়াতে আসে বাঘ দর্শনের জন্য। এখানে এসে অধিকাংশ সময়ে তারা হতাশ হয়ে ফিরতে হয়। অনেক পর্যটকদের ভাগ্যে বাঘের দর্শন মেলে না। কথায় আছে সাপের লেখা আর বাঘের দেখা। মূলত বর্ষা কালে বাঘ দর্শন খুবই দুর্লভ। কারন সুস্বাদু জল খাওয়ার জন্য গ্রীষ্মকালে বনদপ্তর এর কাঁটা পুকুরে বাঘ মামা জল খেতে আসে। আর এই বর্ষার মুহূর্তে চলছে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। বৃষ্টির মিষ্টি জল জঙ্গলের মধ্যে এই মুহূর্তে দেদার মেলে। তার ফলে বাঘের আর জঙ্গলের বাইরে আসার দরকার পড়েনা। তার ফলে এই মুহূর্তে বাঘের দর্শন মেলা ভার। বর্ষায় ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হওয়ার জন্য যেন বাঘ মামা অপেক্ষায় ছিল।সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুন্দর পোজ ও দিয়েই গেল পর্যটকদের। কলকাতা থেকে ২৫ জনের পর্যটক দল কুলতলিতে আসে ও শেখ রুবির ব্যবস্থাপনায় কুলতলির কৈখালী থেকে ঐ পর্যটকদের দল টি বনদপ্তর এর গাইড সমিরন সরদার ও হরিপদ সরদারের নৌকায় করে ঝড় খালি থেকে তারা বৈধ পাস নিয়ে সুন্দরবনের দোবাঁকি এলাকায় যায়।দোবাঁকি থেকে পীর খালি ৬ নম্বর জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সম্মুখ সমরে পর্যটক এর দল। দীর্ঘ সময় বাঘ মামা তাদের আসার অপেক্ষায় যেন বসেছিল। আর সেই চিত্র ক্যামেরাবন্দী পর্যটকদের। আর এতেই উজ্জীবিত সুন্দরবনে আশা কলকাতার এই পর্যটক এর দল।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আজও আমরা সেই রীতি-রেওয়াজ এখনো মেনে মেনে চলি প্রতি শনি ও মঙ্গলবার এ মনসা দেবী পূজিত হয় আমাদের বাস্তব বাড়ির উপরে।আমার ছোটবেলার দেখার দেবীর সেই ইতিহাস খুঁজতে খুঁজতে বহু পাঠ্যপুস্তক আমি একটু একটু করে পড়ে ফেলি। সেখান থেকে যা তথ্য আমি পেয়েছি আজ সেই আরাধ্য দেবী কে নিয়ে লিখতে বসেছি। দেবী ভাগবত পুরানে আবার মনসাকে কশ্যপ মুনির কন্যা বলা হয়েছে। মহাভারত বলে মনসা দেবী বিবাহিতা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

২ পাতার পর

সন্দীপ ঘোষ সহ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরো বেশ কিছু বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই

যায়নি। বিকাল চারটে নাগাদ নিজের গাড়িতে সস্ত্রীক দেবাশীষ সোম কৃষ্টপুরের বাড়ি থেকে বেরন। তখনই তাকে সিবিআই এর গাড়ি ফলো করে। দেবাশীষ বাবু ছিলেন আর জি কর মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের কাউন্সিলের সদস্য। এই হাসপাতালের প্রাক্তন সুপার আখতার আলীর দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির তদন্তভার হাইকোর্ট সিপিআই কে দিয়েছে। এই মামলায় দেবাশীষ বাবুর নাম থাকায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিজাম প্যালেসে ডাকা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এর প্রতিনিধি দল আর জি কর হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবনে তল্লাশির পর একাডেমিক বিভাগেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। এছাড়াও এর পাশাপাশি আরজিকর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, প্রাক্তন সুপার সঞ্জয় বশিষ্ঠের এন্টারির বাড়ি, হাসপাতালের ক্যাপিটেরিয়ার মালিক চন্দন লৌহার টালার ফ্ল্যাট, হাওড়ার সাঁকরাইলের ব্যবসায়ী বিপ্লব সিং এর বাড়িতেও সিবিআই এর আধিকারিকরা যান। রবিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ১২ ঘণ্টার ম্যারাথন তল্লাশির পর সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়ি থেকে সিবিআইয়ের আধিকারিকরা প্রচুর নথিপত্র হাতে নিয়ে বেরিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর থেকেই সিবিআইয়ের নজরে ছিলেন এই প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ। সেই জন্য সিবিআই এর আধিকারিকরা টানা নদিন ধরে তাকে ফিজিও কমপ্লেক্সে জেরা করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে অন্যতম আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগেরও তদন্তভার পেয়েছে সিবিআই। এই জন্যই কেন্দ্রীয় বাহিনী সহযোগে সিবিআই এর আধিকারিকরা সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ সন্দীপ বাবুর বেলেঘাটার বাড়িতে যান। দীর্ঘ ডাকাডাকি করার পরও তিনি দরজা খুলেননি। দরজা না খুললে কিভাবে প্রবেশ করা হবে তা নিয়েও ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিয়েছিলেন সিবিআই আধিকারিকরা। এইজন্য তারা স্থানীয় থানায় ও যান। সকাল আটটা ছয় মিনিট নাগাদ সন্দীপ ঘোষ দরজা খোলেন। প্রথমে ৭ জন পরে আরো একজন ভেতরে ঢোকেন। এছাড়াও দুপুরের দিকে আরো কিছু সিবিআই আধিকারিক সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে যান।

সিনেমার খবর

cinema TV

বেন অ্যাফ্লেকের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা জেনিফার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : হলিউডের জনপ্রিয় জুটি পপতারকা জেনিফার লোপেজ ও বেন অ্যাফ্লেকের ডিভোর্স গুঞ্জনটি অবশেষে সত্যি হতে চলেছে। বিয়ের প্রায় দুই বছর পর সংসার ভাঙছে তাদের। আদালতের নথি অনুযায়ী, ২০ আগস্ট মঙ্গলবার তাদের দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর দিন কোনও আইনজীবী ছাড়াই বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেন অভিনেত্রী। 'অন দ্য ফ্লোর হিটমেকার', বিচ্ছেদের তারিখ হিসাবে ২০২৪ সালের ২৬ এপ্রিল দিনটা নির্দিষ্ট করেছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, বেন দ্বিতীয়বারের জন্য এবং জেনিফার চতুর্থবারের জন্য বিবাহবিচ্ছেদ করছেন।

জানা যায়, দু'জন অনেকদিন ধরেই আলাদা থাকছিলেন। তবে প্রথমদিকে এমন প্রতিবেদনেও মুখ খোলেননি তারা। জেনিফার তার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য সম্প্রতি নিজের গ্রীষ্মকালীন সফর বাতিল করে এবং দুজনে তাদের বেভারলি হিলসের বাড়িও বিক্রি করে দেয়। উল্লেখ্য, ২০০২ সালের মাঝামাঝি প্রথমবার বেন অ্যাফ্লেক ও জেনিফার লোপেজের প্রেমের গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। ২০০৩ ও ২০০৪ সালেই মুক্তি পেয়েছিল বেন ও জেনিফারে ছবি 'গিগলি' ও 'জার্সি গার্ল'। সেই সময় বিয়েও পাকা হয়ে গিয়েছিল। আচমকাই ছন্দপতন। ব্রেকআপের সিদ্ধান্ত তারকা যুগল। তারপর অবশ্য বন্ধুত্ব ছিল।

২০২১ সালে আবারও বেন ও জেনিফারকে একসঙ্গে দেখা যায়। ২০২২ সালে বাগদান সারেন দুজন। সে বছরের ১৬ জুলাই লাস ভেগাসে গিয়ে করেন বিয়ে করেছিলেন। এক মাস পর পরিবার ও বন্ধুদের জন্য অনুষ্ঠানও করেছিলেন দুজন। কিন্তু সুখের এই সংসার এবারও বেশি দিন টিকল না।

হলিউডে অভিনয়ের প্রস্তাব ফিরিয়েছেন বলিউডের যেসব তারকা

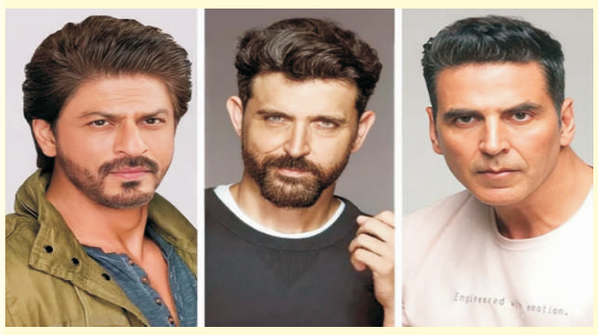

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শাহরুখ খান থেকে দীপিকা পাড়ুকোন, অক্ষয় কুমার থেকে হৃত্বিক রোশন' বলিউডপাড়ার প্রথম সারির তারকা হওয়া সত্ত্বেও হলিউডের সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অনেকেই। তালিকায় রয়েছে বহু বলি তারকার নাম।

২০০৯ সালে প্রেক্ষাগৃহে ড্যানি বয়েলের পরিচালনায় মুক্তি পায় 'স্লামডগ মিলিয়নেয়র'। কানাঘুষো শোনা যায়, এই ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলিউডের 'বাদশাহ' শাহরুখ খানকে।

'স্লামডগ মিলিয়নেয়র' সিনেমায় সঞ্চালকের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল বলিউড অভিনেতা অনিল কপূরকে। কিন্তু ছবিনির্মাতাদের প্রথম পছন্দ ছিলেন শাহরুখ।

বলিপাড়ার অধিকাংশের দাবি, শাহরুখকে 'স্লামডগ মিলিয়নেয়র' সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি তা ফিরিয়ে দেন। সেই চরিত্রে পরে অভিনয় করতে দেখা যায় অনিলকে।

হলিউডের জনপ্রিয় নায়কদের মধ্যে অন্যতম ডোয়েন জনসন ওরফে রক। 'জুমানজি' এবং 'ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস'-এর মতো ফিল্ম সিরিজ□ে অভিনয় করে নজর কেড়েছেন তিনি। বলিপাড়ায় জনশ্রুতি, রকের সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েও তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এক বলি অভিনেতা।

কানাঘুষা শোনা যায়, রকের সঙ্গে অ্যাকশন ঘরানার হলিউড সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলিউডের 'খিলাড়ি' অক্ষয় কুমারকে। কিন্তু সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অভিনেতা।

২০০৯ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় 'দ্য পিঙ্ক প্যান্থার ২'। কানাঘুষা শোনা যায়, এই সিনেমার একটি চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলিউডের 'গ্রিক গড' খ্যাত অভিনেতা হৃত্বিক রোশনকে। কিন্তু সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

'দ্য পিঙ্ক প্যান্থার ২' সিনেমায় হৃত্বিককে অভিনয় করতে দেখা না গেলেও অভিনয় করেছিলেন বলি অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাইকে।

তাছাড়া 'দ্য মিস্ট্রেস অব স্পাইসেস', 'ব্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস', 'প্রোভোক্ড', 'মালেফিসেন্ট: মিস্ট্রেস অব ইভিল', 'দ্য লাস্ট লিজিয়ন'-এর মতো একাধিক হলিউড সিনেমায় অভিনয় করতে দেখা যায় তাকে। তবে শোনা যায় যে, একটি জনপ্রিয় হলিউড সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েও সেই সুযোগ হাতছাড়া করেছিলেন অভিনেত্রী।

২০০৪ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ব্র্যাড পিট অভিনীত 'ট্রয়' সিনেমাটি। বলিপাড়ার গুঞ্জন, ইতিহাসনির্ভর এই সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ঐশ্বরিয়াকে। কিন্তু তিনি রাজি হননি।

বলিপাড়ার অন্দরমহলে কান পাতলে শোনা যায় যে, 'ট্রয়' সিনেমার চিত্রনাট্য অনুযায়ী নাকি ঐশ্বরিয়াকে একটি ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করতে হতো। কিন্তু সেই দৃশ্যে অভিনয় করতে সম্মত হননি অভিনেত্রী। তাই সুযোগ পেয়েও তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

'লাইফ অব পাই' এবং 'জুরাসিক ওয়ার্ল্ড'-এর মতো হলিউডের একাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন বলি অভিনেতা ইরফান খান। ক্রিস্টোফার নোলানের সিনেমাতেও নাকি অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তবে তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অভিনেতা।

বলিপাড়ায় কানাঘুষো শোনা যায় যে, নোলান পরিচালিত 'ইন্টারস্টেলার' সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ইরফানকে। কিন্তু তিনি সেই সময় 'দ্য লাঞ্চবক্স' সিনেমার শুটিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সময়ের অভাবের কারণে নোলানের সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল তাকে।

২০১৫ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ভিন ডিজেল অভিনীত 'ফিউরিয়াস ৭'। বলিপাড়া সূত্রে খবর, এই সিনেমায় অভিনয়ের কথা ছিল বলি অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

কানাঘুষা শোনা যায়, সঞ্জয় লীলা ভন্সালীর 'গোলিয়ো কি রাসলীলা রাম-লীলা' সিনেমার শুটিং নিয়ে দীপিকা এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, 'ফিউরিয়াস ৭'-এর শুটিংয়ের জন্য সময় বের করতে পারেননি তিনি। সময়ের অভাবের কারণে সেই ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ হাতছাড়া করেছিলেন দীপিকা।

'ফিউরিয়াস ৭'-এ অভিনয়ের সুযোগ না পেলেও ২০১৭ সালে ভিন ডিজেলের বিপরীতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন দীপিকা। 'এক্সএক্সএক্স: রিটার্ন অব জ্যান্ডার কেজ' সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন তিনি।

বলিপাড়ার অধিকাংশের দাবি, ২০১৩ সালে মুক্তি পাওয়া 'জিরো ডার্ক থার্টি' সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন বলি অভিনেতা রণিত রায়। কিন্তু করণ জোহরের 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার' সিনেমার শুটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সময় দিতে পারেননি। ফলে হলিউডের সিনেমায় প্রস্তাব পেয়েও ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল তাকে।

প্রাণ বাঁচাতে ভারত থেকে বাংলাদেশে চলে আসেন রাজ্জাক

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বাংলা সিনেমার ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় নায়করাজ রাজ্জাককে। তার ঝুলিতে অসংখ্য সুপারহিট সিনেমা, অসংখ্য নামিদামি পুরস্কার। জীবতাবস্থায় তিনি পেয়েছিলেন অসংখ্য ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাসা। এখনো তিনি চলচ্চিত্রের নায়কদের আইকন। কিংবদন্তি এই অভিনেতা ২০১৭ সালের ২১ আগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

দীর্ঘ ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে রাজ্জাক বাংলা চলচ্চিত্রকে দুহাত ভরে দিয়েছেন, সমৃদ্ধ করেছেন। অথচ একসময় তিনি বাংলাদেশের কেউ ছিলেন না। ১৯৪২ সালের ২৩ জানুয়ারি তার জন্ম হয়েছিল ভারতের কলকাতায়। সেখানেই কেটেছিল শৈশব, কৈশোর। তাহলে কীভাবে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন এ দেশের সিনেমার অবিচ্ছেদ্য অংশ? সেই ঘটনা হয়তো অনেকেরই অজানা।

সালটা ১৯৬৪। এপ্রিল মাস। ওই সময় রাজ্জাকের জন্মস্থান কলকাতায় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়াবহ এক দাঙ্গা শুরু হয়। সমানে মরছে মানুষ। প্রাণ বাঁচাতে ১৯৬৪ সালের ২৫ এপ্রিল রাতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এক হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নেন রাজ্জাক। পরের দিন চলে আসেন ঢাকায়।

আসার সময় রাজ্জাকের সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী লক্ষ্মী, ছেলে বাপ্পারাজ। আরও ছিল পীযূষ বসুর দেয়া একটি চিঠি এবং পরিচালক আব্দুল জব্বার খান ও শব্দগ্রাহক মণি বোসের ঠিকানা।

সে সময় স্ত্রী-পুত্রকে শরণার্থী শিবিরে রেখে রাজ্জাক দেখা করেন পরিচালক আব্দুল জব্বার খানের সঙ্গে। তার আশ্বাস পেয়ে রাজ্জাক ৮০ টাকা মাসিক ভাড়ায় স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে রাজধানীর কমলাপুরে একটি ভাড়া বাসায় থাকতে শুরু করেন। পরে তিনি সুভাষ দত্ত, সৈয়দ আওয়াল, এহতেশামসহ আরও কয়েকজন চলচ্চিত্রকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

পরিচালক আব্দুল জব্বার খানই রাজ্জাককে ইকবাল ফিল্মসে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে আসার বছরই তিনি কামাল আহমেদের সঙ্গে সহকারী পরিচালক হিসেবে 'উজালা' চলচ্চিত্রে কাজ করার সুযোগ পান। সহকারী পরিচালক হিসেবে তার দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ছিল 'পরওয়ানা'। কিন্তু ৮০ ভাগ কাজ হওয়ার পর তিনি এই ছবির কাজ ছেড়ে দেন।

পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে জহির রায়হান পরিচালিত 'বেহুলা' চলচ্চিত্রে চিত্রনায়িকা সুচন্দার বিপরীতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন নায়করাজ রাজ্জাক। সেই থেকে শুরু। এরপর কেটে গেছে দীর্ঘ ৬০টি বছর। এই সময়ের মধ্যে তিন শতাধিক ছবিতে তিনি নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন। নিজেকে নিয়ে যান অন্য এক উচ্চতায়। এছাড়া তিনি কলকাতায়ও ৩০টির মতো ছবিতে অভিনয় করেন।

প্রেমিক নিয়ে মালাইকার ৪৮ ঘন্টা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কখনো ট্রলি ঠেলছেন, কখনো খুশ মেজাজে বিমানে বসা মালাইকা আরোরা। কখনো ফ্রান্সের প্যারিসের দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কখনো খাচ্ছেন নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন মালাইকা। তাতে এমন দৃশ্য দেখা যায়।

এ ভিডিওর ক্যাপশনে মালাইকা আরোরা লেখেন, 'ভালো লাগে। প্যারিসে আমার ৪৮ ঘণ্টা।' সবকিছু ঠিকই ছিল। কিন্তু এই ভিডিওতে বেশ কিছু স্থিরচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। তার একটিতে দেখা যায়, মালাইকার সঙ্গে মিরর সেলফি তুলছেন এক যুবক।

ছবিটিতে যুবকের মুখটি অস্পষ্ট। রহস্যময় এই যুবককে নিয়ে নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। সোনিয়া আরোরা নামে একজন লেখেন, 'নতুন প্রেমিক। অভিনন্দন।' নেটিজেনদের বড় অংশের প্রশ্ন 'বিদেশে মালাইকার সঙ্গে থাকা যুবকটি কে?' যদিও এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি মালাইকা।

ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গত জুলাই মাসে স্পেনে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন মালাইকা। সেখানেও তার সঙ্গে এক যুবককে দেখা যায়।

কিন্তু তার মুখটি ঝাপসা করে দিয়েছিলেন মালাইকা। এরপর নতুন করে সম্পর্কে জড়ানোর গুঞ্জন চাউর হয়। প্যারিস সফরেও একই যুবক তার সঙ্গী হয়েছিলেন কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি পোস্ট দেন মালাইকা। তাতে এ অভিনেত্রী লেখেন, হৃদয়, মন এবং শরীরের সঙ্গে আপনার সবচেয়ে দীর্ঘ সম্পর্ক। সুতরাং তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করুন।

বলিউডের আলোচিত প্রেমিক জুটি অর্জুন কাপুর ও মালাইকা আরোরা। তাদের সম্পর্কের বিষয়টি ওপেন সিক্রেট। দীর্ঘদিন লিভ-ইন সম্পর্কে রয়েছেন তারা। গত মে মাসের শেষে হঠাৎ খবর চাউর হয়, ভেঙে গেছে মালাইকা-অর্জুনের প্রেমের সম্পর্ক।

মালাইকা-অর্জুনের প্রেমের সম্পর্ক ভাঙনের খবর প্রকাশের কয়েক দিন পর মালাইকার ম্যানেজার তা প্রত্যাখান করেন। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আর টুঁ শব্দ করেননি মালাইকা কিংবা অর্জুন।

এরই মাঝে গুঞ্জন উড়ছে, ৫০ বছর বয়সে নতুন প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন মালাইকা। আর 'রহস্যময় যুবকটি' তার নতুন প্রেমিক!

হাঁটুর ইনজুরিতে

কয়েক সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে স্টানিসিচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : হাঁটুর ইনজুরির কারনে আগামী কয়েক সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে চলে গেছেন বায়ার্ন মিউনিখ ডিফেন্ডার জোসিপ স্টানিসিচ। ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃবিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে সোমবার অনুশীলনের সময় স্টানিসিচের ডান হাঁটুর লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এজন্য তাকে দ্রুতই অস্ত্রোপচারের টেবিলে বসতে হবে।

২৪ বছর বয়সী স্টানিসিচ এবারের গ্রীষ্মে এক মৌসুমের ধারে বায়ার লেভারকুসেন থেকে বায়ার্নে এসেছেন। লেভারকুসেনের হয়ে গত মৌসুমে বুন্দেসলিগা ও জার্মান কাপের শিরোপা জয় করেছেন।

১১ বছরের মধ্যে প্রথম গত মৌসুমে কোন শিরোপা ছাড়াই মৌসুম শেষ করেছে বায়ার্ন। ইতোমধ্যেই তাদের রক্ষনভাগে সমস্যা দেখা দিয়েছে। নতুন চুক্তিভূক্ত সেন্টার-ব্যাক হিরোকি ইতো পায়ের ইনজুরির কারনে আগামী কয়েক সপ্তাহ বিশ্রামে থাকবেন। সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার মাথিস ডি লিট আগস্টের শুরুতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দিয়েছেন।

রোববার উল্ফসবার্গের বিপক্ষে বায়ার্ন ২০২৪-২৫ মৌসুম শুরু করতে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বললেন জার্মান তারকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০১৪ বিশ্বকাপে মাঠে নামা হয়নি। পিঠের ইনজুরিতে বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যান। টিভিসেটের সামনে বসেই হয়তো জার্মানদের বিশ্বকাপ জয়ের উল্লাস দেখেছিলেন। এরপর থেকেই ফর্মহীন ব্রাজিল বিশ্বকাপজয়ী দলটি। তবুও আশার আলো হয়ে পথ দেখাচ্ছিলেন ইলকাই গুন্ডোগান। ঘরের মাঠে ইউরোতে দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এবার আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন ৩৩ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে এক বার্তায় ১৩ বছরের ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন তিনি। সেখানে গুন্ডোগান লিখেছেন, 'কয়েক সপ্তাহের চিন্তাভাবনার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমার জাতীয় দলের ক্যারিয়ারের ইতি টানার এটাই সময়।'

এই মিডফিল্ডার যোগ করেন, 'পেছনে ফিরে তাকালে আমার গর্ব হয় যে আমি দেশের হয়ে ৮২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছি, ২০১১ সালে সিনিয়র জাতীয় দলের হয়ে আমার অভিষেকের সময়ও এই সংখ্যাটা কল্পনা করতে পারিনি।'

সবশেষ ইউরোর পর টনি ক্রুস ও থমাস মুলারের সঙ্গে তিনিও অবসরের তালিকায় নাম তুললেন। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ১৯টি গোল করেছেন এই মিডফিল্ডার। ২০১১ সালে বেলজিয়ামের বিপক্ষে জার্মানির জার্সিতে গুন্ডোগানের অভিষেক হয়েছিল। পিঠের ইনজুরিতে ২০১৪ বিশ্বকাপের পর হাঁটুর চোটে ২০১৬ ইউরোতেও থাকতে পারেননি।

নিজের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে উজ্জ্বল পর্ব নিয়ে গুন্ডোগানের ভাষ্য, 'দেশের মাটিতে গত ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে নেতৃত্ব দিতে পারা আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে উজ্জ্বল পর্ব এবং এটা ছিল বিশাল সম্মানের।'

অবসর নিয়ে এখনই ভাবছেন না স্মিথ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ৩৫ বছর বয়সে অনেকেই ইতি টেনে দেন ক্যারিয়ারের, আবার কেউ কেউ খেলা চালিয়ে যান সংস্করণ ভেদে। তবে স্টিভেন স্মিথ এর একটিও করতে নারাজ। কোনো সংস্করণ থেকেই অবসর নেওয়ার পরিকল্পনা নেই অস্ট্রেলিয়া তারকা ব্যাটসম্যানের। চার বছর পরের অলিম্পিকসে খেলার কথা ভাবছেন তিনি।

এক শতাব্দীর বেশি সময় পর অলিম্পিকসে ফিরছে ক্রিকেট। ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলসে ব্যাট-বলের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতে চান স্মিথ। অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে বিগ ব্যাশের দল সিডনি সিক্সার্সের সঙ্গে তিন বছরের নতুন চুক্তি করেছেন স্মিথ। তাই এটা অনেকটাই নিশ্চিত, ২০২৭ সাল পর্যন্ত পেশাদার ক্রিকেটে খেলা চালিয়ে যাবেন তিনি। পরের বছরই হতে যাওয়া অলিম্পিকসে খেলা নিয়ে তাই আশায় আছেন ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান।

তিনি জানান, "আমি এখনও চার বছর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলতে পারি, তাই কি হয় কেউ জানে ন। এটা এমন একটি সংস্করণ যেখানে আমি অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে খেলতে পারব বলে মনে করি, বিশেষ করে, বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। আমি এখানে (বিগ ব্যাশে) তিন বছরের জন্য চুক্তি করেছি, এরপরে আর কেবল একটি বছর। অলিম্পিকের অংশ হতে পারলে দারুণ হবে।"

লম্বা সময় টি-টোয়েন্টিতে খেলা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও এই সংস্করণের অস্ট্রেলিয়া দলে নিয়মিত জায়গা হয় না স্মিথের। সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল থেকেও বাদ পড়েন তিনি। তাই ২০ ওভারের ক্রিকেটে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। তবে স্মিথ অবসর নিয়ে না ভেবে আপাতত খেলাকে উপভোগ করে যেতে চান।

তিনি জানান, "আমার (অবসর নিয়ে) কোনো পরিকল্পনা নেই। আমি এই মুহূর্তে খেলতে উপভোগ করছি। বেশ স্বস্তিতে আছি এবং এবারের গ্রীষ্মের মৌসুমের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।"

৬১৮তম উইকেট পেলেই

অবসরের ঘোষণা দেবেন অশ্বিন!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের অন্যতম সেরা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ৩৭ বছর বয়সি এই স্পিনার খেলে ফেলেছেন বরাবর ১০০টি টেস্ট ম্যাচ। ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে দ্বিতীয় সেরা স্পিনার হিসেবে উইকেট নিয়েছেন ৫১৬টি। সেই অশ্বিন এবার মুখ খুললেন নিজের অবসর নিয়ে।

ভারতীয়দের সাদা পোশাকের ক্রিকেট ইতিহাসে সর্বকালের সেরা স্পিনার বলা হয় ২০০৮ সালে ক্রিকেটকে বিদায় বলা অনিল কুম্বলেকে। তার উইকেট সংখ্যা ৬১৯টি। স্বদেশী কিংবদন্তী এই স্পিনারকে সম্মান প্রদর্শন করে অশ্বিন বলেন, 'আমি ওই রেকর্ড ভাঙতে চাই না। অনিল কুম্বলের ভক্ত আমি। আমি যদি ৬১৮টা উইকেট পেয়ে যাই, সে ম্যাচেই অবসর নেব। ওটাই হবে আমার শেষ ম্যাচ।'

কুম্বলে অবসর নেওয়ার তিন বছর পর অভিষেক হয় অশ্বিনের। প্রথম ম্যাচ খেলেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে ন'টি উইকেট নিয়ে সেরা হয়েছিলেন তিনি। সিরিজের সেরাও হয়েছিলেন অশ্বিন। ২২টি উইকেট নিয়েছিলেন। ১২১ রান করেছিলেন।

অশ্বিন শুধু মাত্র স্পিনার হিসাবে নয়, অলরাউন্ডার হিসাবে ভারতকে ম্যাচ জিতিয়েছেন। এক দিনের ক্রিকেটে ভারতের হয়ে ১১৬টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। নিয়েছেন ১৫৬টি উইকেট। টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন ৬৫টি। নিয়েছেন ৭২টি উইকেট। সব ধরনের ক্রিকেটেই এক সময় নিয়মিত ছিলেন অশ্বিন। এখন যদিও দলে নিয়মিত নন তিনি। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপের দলেও ছিলেন অশ্বিন।

বাংলাদেশে হচ্ছে না নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে সরিয়েই নেওয়া হচ্ছে ২০২৪ সালের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবারের বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। আজ মঙ্গলবার আইসিসির এক ভার্চুয়াল বোর্ড মিটিংয়ে এমন সিদ্ধান্ত হয় বলে জানিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ।

বাংলাদেশে গত কয়েকদিনে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে এ বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে সংশয় ছিলই। যদিও অন্তর্বর্তীকালিন সরকারের পক্ষ থেকে আশার কথা শোনানো হয়েছিল।

আগামী ৩-২০ অক্টোবর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা দেয়নি।

এর আগে, সব ধরনের নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া হলেও ১৯ আগস্ট অস্ট্রেলিয়া নারী দলের অ্যালিসা হিলি জানিয়েছিলেন, এমন পরিস্থিতিতে ঢাকা ও সিলেটে বিশ্বকাপ আয়োজন করা ভুল হবে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কের এমন মন্তব্যের পরদিন জানা যায়, বাংলাদেশ নয় সংযুক্ত আরব আমিরাতে হতে যাচ্ছে এবারের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২০ ওভারের বিশ্বকাপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিতে আইসিসির বোর্ড মিটিংয়ে নিজেদের মতামত দিয়েছেন বিভিন্ন দেশের বোর্ড পরিচালক ও কর্মকর্তা। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ থেকে বিশ্বকাপ সরানোর প্রস্তাব দেয়া হলে সেটাতে সম্মতি দেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আরব আমিরাতে বিশ্বকাপ হলেও আয়োজক স্বত্ব থাকবে বাংলাদেশের হাতেই। এমনটা জানিয়েছে ক্রিকবাজ।

অভিষেক রাঙাতে

পারলেন না আলভারেজ

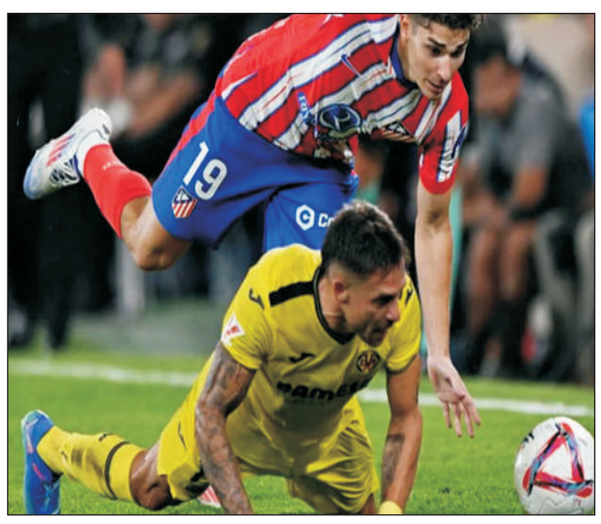

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ম্যানচেস্টার সিটি ছেড়ে ১ হাজার ২২৩ কোটি টাকায় স্প্যানিশ লা লিগার ক্লাব অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে যোগ দিয়েছেন জুলিয়ান আলভারেজ। সোমবার দিবাগত রাতে অ্যাটলেটিকোর জার্সিতে লা লিগায় অভিষেক হয় তার। কিন্তু অভিষেকটা রাঙাতে পারেননি বিশ্বকাপ জয়ী এই স্ট্রাইকার। তার অভিষেক ম্যাচে অ্যাটলেটিকো পয়েন্ট হারিয়েছে ২-২ গোলে ড্র করে।

এদিন ম্যাচের ১৮ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। এ সময় ভিয়ারিয়ালের আরনাউত দানজুমা গোল করে এগিয়ে নেন দলকে। অবশ্য ২০ মিনিটেই সমতা ফেরায় অ্যাটলেটিকো। এ সময় মার্কোস লরেন্তে গোল করেন। ৩৭ মিনিটে অ্যাটলেটিকোর কোকে আত্মঘাতী গোল করলে আবারও এগিয়ে যায় ভিয়ারিয়াল। তবে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে (৪৫+৫ মি.) আলেক্সান্ডার সরলোথ গোল করে সমতা ফেরান। তাতে ২-২ গোলের সমতায় শেষ হয় প্রথমার্ধের খেলা।

বিরতির পর অবশ্য উভয় দল চেষ্টা করেও আর কোনো গোলের দেখা পায়নি। তাতে লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ে উভয় দল।

এক ওভারে ৩৯ রান!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টিতে এক ওভারে সর্বোচ্চ রান ছিল ৩৬। মঙ্গলবার কুড়ি কুড়ির খেলায় এ রেকর্ড ভেঙে গেছে। স্বল্প ওভারের ফরম্যাটে এক ওভারে নতুন রেকর্ড ৩৯ রান। সামোয়ার আপিয়ায় পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে এক ওভারে উঠেছে এ রান, যার ছয়টি ছিল ছক্কা এবং তিনটি নো বল।

এদিন ম্যাচের ১৫তম ওভারে বোলিংয়ে আসেন ভানুয়াতুর পেসার নালিন নিপিকোর। তার ওভারের প্রথম তিন বলে তিনটি ছক্কা হাঁকান সামোয়ার ব্যাটসম্যান ডারিয়াস ভিসের। নলিনের পরের দুটি বল নো দেন আম্পায়ার। ফ্রি হিটে আবারও ছক্কা হাঁকান ভিসের। পরের বলটি হয় ডট, সেটাও অবশ্য ভাগ্যের ছোঁয়ায়। তার শট সোজা গিয়ে নন স্ট্রাইক এন্ডের স্টাম্পে লাগে। এরপর টানা দুটি বল নো দেন নিপিকো।

এর আগে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে পাঁচবার এক ওভারে ৩৬ রান উঠেছে। এই রেকর্ড প্রথমবার গড়েছিলেন ভারতের যুবরাজ সিং। তিনি ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে ৬টি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। তার মতো ৬ বলে ৬টি ছক্কা মেরে রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাইরন পোলার্ড (২০২১) ও দীপেন্দ্র সিং ঐরী (২০২৪)। দুবার ৩৬ রান হয়েছে ওভারে ৬টি ছক্কা না মেরেই।

ছিটকে গেলেন স্টোকস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ওল্ড ট্রাফোর্ডে বুধবার থেকে শুরু হবে ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কার মধ্যকার প্রথম টেস্ট। এই টেস্টের আগে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়া ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস। তাকে বাদ দিয়েই একাদশ ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। স্টোকসের পরিবর্তে এই সিরিজে ইংল্যান্ড দলকে নেতৃত্ব দিবেন অলি পোপ। তার সহকারী করা হয়েছে হ্যারি ব্রুককে।

এছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলা দলে আরও দুটি পরিবর্তন এনেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড। উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান জ্যাক ক্রাউলিও ইনজুরির কারণে নেই একাদশে। তার জায়গায় খেলবেন ড্যান লরেন্স। দলে ফিরেছেন ম্যাথিউ পটস। আছেন পেসার মার্ক উডও। দলে একমাত্র স্পিনার হিসেবে আছেন শোয়াইব বশির। সবশেষ সিরিজে ইংলিশরা ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এবার শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের একাদশ: ড্যান লরেন্স, বেন ডাকেট, অলি পোপ (অধিনায়ক), জো রুট, হ্যারি ব্রুক (সহ-অধিনায়ক), জেমি স্মিথ (উইকেটরক্ষক), ক্রিস ওকস, গাস অ্যাটকিনসন, ম্যাথিউ পটস, মার্ক উড ও শোয়েব বশির।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR